রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১৫, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

আদেশ

তারিখ: ০১ পৌষ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

এস.আর.ও নং ৩৭১-আইন/২০১৫।—Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (Act No. XXXII of 1975) এর section 5 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই আদেশ চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আদেশ, উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবে, যথা:—

(ক) অনুচ্ছেদ ৫ এর বিধান অনুযায়ী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে বেতন নির্ধারণ হইবে এবং এইরূপ নির্ধারিত বেতন ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে প্রদান করা হইবে;

(খ) কর্মচারীগণ ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে এই আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত সময়ের বেতন বকেয়া হিসাবে প্রাপ্য হইবেন;

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(গ) এই আদেশের অধীন প্রদেয় অন্যান্য সকল ভাতা ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রাপ্য অংকে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রদান করা হইবে;

(ঘ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘ ভাতা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা দফা (খ) এর অধীন প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে;

(ঙ) দফা (ঘ) তে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে যে সকল কর্মচারী অবসরোত্তর (পিআরএল) ছুটিতে আছেন তাহারা অবসরোত্তর ছুটিতে থাকিবার সময়ে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত মহার্ঘভাতা পাইতে থাকিবেন।

ব্যাখ্যা।—দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে কর্মচারী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অবসরোত্তর ছুটিতে আছেন তিনি ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে যে হারে মহার্ঘভাতা পাইতেন সেই হারে অবসরোত্তর ছুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(৪) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি, কর্মচারী ও শ্রমিক ব্যতীত ব্যাংক, বীমা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকরিতে নিয়োজিত সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকরির শর্তাবলী) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ঘ) তে সংজ্ঞায়িত শ্রমিক;

(খ) শিক্ষানবিস (apprentice) অথবা প্রশিক্ষণার্থী (trainee) হিসাবে অথবা আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ;

(গ) ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীগণ; এবং

(ঘ) চুক্তি অথবা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) ''আর্থিক প্রতিষ্ঠান'' অর্থ—

(১) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;

(২) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ;

(৩) বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন; এবং

(৪) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটারি অথরিটি;

(খ) ''জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫'' অর্থ এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল;

(গ) ''বর্তমান বেতন'' অর্থ ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মূল বেতনসহ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশাবলী অনুসারে কোন পদের বা কাজের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত বেতন বা ব্যক্তিগত ভাতা ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন বা ভাতা (যদি থাকে);

(ঘ) ''বর্তমান বেতনস্কেল'' অর্থ চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর অধীন জাতীয় বেতনস্কেল;

(ঙ) ''বীমা'' অর্থ—

(১) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;

(২) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন; এবং

(৩) জীবন বীমা কর্পোরেশন;

(চ) ''ব্যাংক'' অর্থ—

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক;

(২) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক;

(৩) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক;

(৪) কর্মসংস্থান ব্যাংক;

(৫) আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক;

(৬) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক; এবং

(৭) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক;

(ছ) ''মূল স্কেল'', ''সিলেকশন গ্রেড স্কেল'', ''সিনিয়র স্কেল'' বা ''উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল)'' অর্থ বর্তমান বেতনস্কেলে, যথাক্রমে, পদের মূল স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল)।

৩। **জাতীয় বেতনস্কেল,** ২০১৫(ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) ।—১ জুলাই ২০১৫ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পদসমূহের বর্তমান বেতনস্কেল বিলুপ্ত হইবে, এবং উক্ত তারিখ হইতে বর্তমান বেতনস্কেলের প্রতিটি স্কেলের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত অনুরূপ স্কেল (corresponding scale) কার্যকর হইবে, যথা:—

গ্রেড	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (বর্তমান বেতনস্কেল)	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ (১ জুলাই ২০১৫ হইতে কার্যকর অনুরূপ স্কেল)
১.	টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত)	টাকা ৭৮০০০ (নির্ধারিত)
২.	টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫-৩৯৫০০	টাকা ৬৬০০০-৬৮৪৮০- ৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০
৩.	টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০	টাকা ৫৬৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০
৪.	টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০	টাকা ৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০
৫.	টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০	টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০
৬.	টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০
৭.	টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০	টাকা ২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০ -৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০
৮.	টাকা ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০	টাকা ২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০- ৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০
৯.	টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০	টাকা ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০
১০.	টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০
১১.	টাকা ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-ইবি-৪৫০×১১-১৪২৫৫	টাকা ১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০

গ্রেড	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (বর্তমান বেতনস্কেল)	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ (১ জুলাই ২০১৫ হইতে কার্যকর অনুরূপ স্কেল)
১২.	টাকা ৫৯০০-৩৮০×৭-৮৫৬০-ইবি-৪১৫×১১-১৩১২৫	টাকা ১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০- ২২৪৫০- ২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০
১৩.	টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০×১১-১২১৫৫	টাকা ১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০
১৪.	টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫×১১-১১২৩৫	টাকা ১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০- ২০২৯০- ২১৩১০- ২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০
১৫.	টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০	টাকা ৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০
১৬.	টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০
১৭.	টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯১৫৫	টাকা ৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০- ২০৭৬০ -২১৮০০
১৮.	টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-ইবি-২৪০×১১-৮৫৮০	টাকা ৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০
১৯.	টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-ইবি-২২০×১১-৮১৪০	টাকা ৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০
২০.	টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-ইবি-২১০×১১-৭৭৪০	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০

৪। জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) এর প্রাপ্যতা।—৩০ জুন ২০১৫ তারিখে বা উহার পূর্বে কোন কর্মচারী সংশ্লিষ্ট পদে যে মূল স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইতেছিলেন, তিনি ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে অনুচ্ছেদ ৩(১) এ বর্ণিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট বর্তমান বেতনস্কেলের বিপরীতে প্রদর্শিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫-এর অনুরূপ স্কেল প্রাপ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী যিনি এই আদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখের পূর্বদিন পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড স্কেল) পাইবার অধিকারী, তিনি চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ ও ৭ এর বিধান ও শর্ত সাপেক্ষে, উহা প্রাপ্য হইবেন।

৫। জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) এ বেতন নির্ধারণ।—যে কর্মচারী বর্তমান বেতনস্কেলে পদের মূল স্কেল, সিনিয়র স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল অথবা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পাইতেছিলেন, তাঁহার বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের অনুরূপ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ অনুচ্ছেদ ৪ এর শর্তাধীনে এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে, যথা:-

(ক) বর্তমান বেতনস্কেলের (বিদ্যমান স্কেলের) প্রারম্ভিক ধাপে বেতন আহরণকারী কোন কর্মচারীর বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপেই নির্ধারিত হইবে;

(খ) যদি কোন কর্মচারীর মূল বেতন, বর্তমান বেতনস্কেলের সংশ্লিষ্ট স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপের উচ্চতর হয়, তবে প্রথমত উভয় ধাপের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে, ইহার পর নির্ণিত পার্থক্য অনুরূপ স্কেলের (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫) প্রারম্ভিক ধাপের সহিত যোগ করিতে হইবে এবং এই যোগফল যদি-

(অ) অনুরূপ স্কেলের কোন ধাপের সমান হয়, তাহা হইলে ঐ ধাপেই বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে;

(আ) অনুরূপ স্কেলে ঐ অঙ্কের সমান কোন ধাপ না থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে;

উদাহরণ ১:

৩০-০৬-২০১৫ তারিখে একজন কর্মচারী ৪৭০০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -ইবি- ২৯০ × ১১-৯৭৪৫ টাকার বর্তমান বেতনস্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে অর্থাৎ ৪৭০০ টাকা মূল বেতন পাইতেন। এই ক্ষেত্রে ০১-০৭-২০১৫ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ৯৩০০-২২৪৯০ টাকার অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৯৩০০ টাকায় তাঁহার মূল বেতন নির্ধারিত হইবে।

উদাহরণ ২:

৩০-০৬-২০১৫ তারিখে একজন কর্মচারীর মূল বেতন বর্তমানে ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-ইবি-৪৫০×১১-১৪২৫৫ টাকার স্কেলে ৭২৩০ টাকা। এই ক্ষেত্রে ১-৭-২০১৫ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ১২৫০০-৩০২৩০ টাকার স্কেলে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে ১৩৭৯০ টাকা।

ব্যাখ্যা:—বর্তমান স্কেলে প্রাপ্ত মূল বেতন হইতে একই স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপের বেতন বিয়োগ করিলে পার্থক্যের পরিমাণ হয় ৭২৩০-৬৪০০=৮৩০ টাকা। অতএব, ঐ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ + ৮৩০ টাকা অর্থাৎ (১২৫০০+৮৩০)= ১৩৩৩০ টাকায় বেতন নির্ধারিত হইবে। কিন্তু অনুরূপ স্কেলে এইরূপ ধাপ না থাকায় পরবর্তী উচ্চতর ধাপে অর্থাৎ ১৩৭৯০ টাকায় তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

(গ) যে সকল কর্মচারীর বেতন অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন ৭৮০০০ নির্ধারিত তাঁহাদের ক্ষেত্রে দফা (ক) ও (খ) প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) যদি কোন কর্মচারীর বর্তমান বেতন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ সীমার ঊর্ধ্বে হয়, তাহা হইলে নতুন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিয়া বর্তমান বেতন এবং জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ বেতনের মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা তাঁহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসেবে প্রদান করা হইবে;

(ঙ) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে যাঁহারা উচ্চতর বেতনস্কেলের পদে পদোন্নতি পাইবেন, তাঁহাদের বেতন প্রথমে নিম্নপদে নির্ধারণের পর পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করা হইবে;

(চ) যে কর্মচারী প্রেষণে কর্মরত আছেন, প্রেষণে কর্মরত না থাকিলে তাঁহার মূল অফিসে অথবা প্রতিষ্ঠানে তিনি যে বেতন পাইবার অধিকারী হইতেন, সেই ভিত্তিতে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে;

(ছ) যে কর্মচারী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে ছুটিতে ছিলেন, জাতীয় বেতনস্কেলে সেই কর্মচারীর বেতন, তাঁহার বর্তমান বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিতে হইবে অথবা উক্ত তারিখে তিনি ছুটিতে না থাকিলে তাঁহার বর্তমান বেতন যাহা হইত, সেই ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণের ফলে তিনি যে আর্থিক সুবিধা লাভ করিতেন তাহা তাঁহার ছুটির সময়ের জন্য প্রাপ্য হইবেন না;

(জ) যে কর্মচারী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত ছিলেন, সে কর্মচারী পুনর্বহাল না হইলে এবং বাস্তবে কাজে যোগদান না করিলে তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ নির্ধারণ করা হইবে না; এইরূপ পুনর্বহালকৃত কর্মচারীর বেতন ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রথমত বর্তমান বেতনস্কেলে নির্ধারণ করা হইবে এবং অতঃপর ঐ নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে;

(ঝ) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে যে সকল কর্মচারী অবসরোত্তর ছুটিতে ছিলেন, শুধু পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতন, দফা (ঞ) এর বিধান সাপেক্ষে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে; এইরূপ ক্ষেত্রে অবসরোত্তর ছুটির সময়ে যদি তাঁহার বার্ষিক বর্ধিত বেতনের তারিখ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বেতনবৃদ্ধিও পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতনের সহিত যুক্ত হইবে, তবে, তিনি অবসরোত্তর ছুটির সময়ে উক্ত ছুটির বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের ভিত্তিতে পাইতে থাকিবেন;

(ঞ) ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে যে কর্মচারীর অবসরোত্তর ছুটি শেষ হইবে অর্থাৎ যিনি ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অবসরে যাইবেন, তিনি ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে কার্যকর জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

৬। **সিলেকশন গ্রেড স্কেল ও উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এর বিলোপ।**—চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫ গেজেটে প্রকাশের তারিখ (অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫) হইতে সিলেকশন গ্রেড স্কেল ও উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) বা কোন স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাইবার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী উচ্চতর বা টাইম স্কেল প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি বিলুপ্ত হইবে ।

৭। **উচ্চতর গ্রেডের প্রাপ্যতা** ।— (১) কোন স্থায়ী কর্মচারী পদোন্নতি ব্যতিরেকে একই পদে ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে এবং চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১১তম বৎসরে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন।

(২) কোন স্থায়ী কর্মচারী তাহার চাকরির ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্তির পর পরবর্তী ৬ (ছয়) বৎসরে পদোন্নতি প্রাপ্ত না হইলে ৭ম বৎসরে চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ উল্লিখিত আর্থিক সুবিধা বেতনস্কেলের ৪র্থ গ্রেড পর্যন্ত প্রযোজ্য হইবে এবং ৪র্থ গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কোন কর্মচারী এই সুবিধা গ্রহণপূর্বক এই আদেশের অধীন ৩য় গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন না।

(৪) কোন কর্মচারী দুই বা ততোধিক সিলেকশন গ্রেড স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) বা কোন স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছাইবার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্য হইবেন না।

৮। **কর্মচারীদের গ্রেড ভিত্তিক পরিচিতি, ইত্যাদি।**—আপাতত বলবৎ এতদ্‌সংক্রান্ত অন্য কোন বিধি-বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্মচারীগণ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে বিভাজনের বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তে বেতনস্কেলের গ্রেডভিত্তিক পরিচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্মচারীদের শ্রেণি ভিত্তিক বিভাজনের অধীন যে শ্রেণির কর্মচারী যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিতেন সেই শ্রেণির কর্মচারী জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ গ্রেডের কর্মচারী হিসাবে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন ।

৯। **অবসরভোগীদের পেনশন, গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়ন** ।—(১) অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগী কর্মচারীগণ নিম্নরূপে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রাপ্য হইবেন, যথা:-

(ক) পেনশন, সমর্পণ ও গ্র্যাচুইটির বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত থাকিবে;

(খ) মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগী ৬৫ বৎসর উর্ধ্ব পেনশনভোগীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পাইবে;

(গ) বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা (নীট পেনশনের ২০%) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীদের নীট পেনশনের পরিমাণ হইবে সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা;

(ঙ) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে কর্মরত কোন কর্মচারী (স্বামী/ স্ত্রী) মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত ব্যক্তির পরিবার, পারিবারিক পেনশনের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে, পেনশন, আনুতোষিক ও ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন।

(২) বিদ্যমান ছুটির বিধান অনুযায়ী কোন কর্মচারী ছুটি পাওনা সাপেক্ষে—

(ক) ১২ (বারো) মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসরোত্তর ছুটি ভোগের সুবিধা পাইবেন; এবং

(খ) ১৮ (আঠারো) মাস ছুটি নগদায়নের সুবিধা ভোগ করিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন প্রাপ্য সুবিধা ১ জুলাই ২০১৫ তারিখের পূর্বে প্রাপ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে বা তাহার পরে যে সকল কর্মচারী ইতোমধ্যে পিআরএল ভোগরত রহিয়াছেন তাঁহারাও পিআরএল ছুটি-পূর্ব মূল বেতনের ভিত্তিতে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১৮ (আঠারো) মাস ছুটি নগদায়নের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

১০। **বেতন নির্ধারণের পর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (Increment)**।—(১) সকল কর্মচারীর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ হইবে প্রতি বৎসর ১ জুলাই অর্থাৎ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের পর সকল কর্মচারীর পরবর্তী বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ হইবে ১ জুলাই ২০১৬:

তবে শর্ত থাকে যে, নতুন যোগদানকৃত কোন কর্মচারীর কোয়ালিফাইং চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাস হইলে তিনি বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ গেজেটে প্রকাশের পূর্বদিন (অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫) পর্যন্ত কোন কর্মচারীর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি প্রাপ্য হইলে তাহা প্রদেয় হইবে।

(৩) বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত দক্ষতার সীমা [Efficiency Bar-(EB)] সংক্রান্ত বিধানাবলী বিলুপ্ত হইবে।

১১। প্রথম নিয়োগ প্রাপ্তিতে বেতন।—(১) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অথবা উহার পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীকে, বদলি বা পদোন্নতি ব্যতিরেকে, নিয়োগকৃত পদের জন্য জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ নির্ধারিত স্কেলে ন্যূনতম বেতন উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, প্রদান করা হইবে এবং প্রথম নিয়োগের পদটি যদি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ২২০০০-৫৩০৬০ (৯ম গ্রেড) বা তদূর্ধ্ব স্কেলের হয়, তাহা হইলে-

(ক) একজন এম.বি.বি.এস ডিগ্রিধারী বা ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সমপর্যায়ের ডিগ্রিধারীকে ১ (এক) টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে, যদি এইরূপ ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে;

(খ) যে সকল ব্যক্তির ইঞ্জিনিয়ারিং বা স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রি বা মাস্টার্স ডিগ্রিসহ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউট) হইতে ফিজিক্যাল প্ল্যানিং এ ডিগ্রি রহিয়াছে, অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রহিয়াছে এবং যদি এইরূপ ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে, সেই সকল কর্মচারীকে ২ (দুই)টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে;

(গ) কোন কর্মচারী যদি কোন চিকিৎসা অনুষদের লাইসেন্সধারী হন এবং যদি ঐ লাইসেন্স তাঁহার পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে, তাহা হইলে ঐ কর্মচারী নিয়োগ লাভের সময় ১ (এক) টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি পাইবেন।

(২) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীর বেতন প্রথমে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলের ন্যূনতম ধাপে এবং এই অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার সহিত অতিরিক্ত বেতনবৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) যোগ করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি কেবল চাকরিতে প্রথম নিয়োগ লাভের সময় প্রাপ্য হইবেন এবং ইহা পরবর্তী পদোন্নতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১২। পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলী।—(১) কোন কর্মচারী কোন উচ্চতর পদে ও বেতনস্কেলে পদোন্নতি পাইলে অথবা তাঁহার পাওয়ার ক্ষেত্রে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাঁহাকে নিম্নের সারণিতে উল্লিখিত চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করিতে হইবে, যথা:-

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড নং	বেতন স্কেল	পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ
১.	টাকা ৭৮০০০ (নির্ধারিত)	২০ বৎসর
২.	টাকা ৬৬০০০-৭৬৪৯০	১৭ বৎসর
৩.	টাকা ৫৬৫০০-৭৪৪০০	১৪ বৎসর
৪.	টাকা ৫০০০০-৭১২০০	১২ বৎসর
৫.	টাকা ৪৩০০০-৬৯৮৫০	১০ বৎসর
৬.	টাকা ৩৫৫০০-৬৭০১০	৫ বৎসর
৭.	টাকা ২৯০০০-৬৩৪১০	৪ বৎসর

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত চাকরির মেয়াদ বলিতে কেবল ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে নিয়োজিত প্রকৃত চাকরির মেয়াদ বুঝাইবে।

১৩। ভাতাদির প্রাপ্যতা।—(১) ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে বা ক্ষেত্রমত টাকার অংকে নির্ধারিত ভাতাদি প্রদেয় হইবে।

(২) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে নব-নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন আহরণ করিবেন এবং অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে যে হারে ভাতাদি প্রাপ্ত হইতেন সেই হারে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত আহরণ করিবেন।

(৩) অনুচ্ছেদ ৫ এর দফা (ঘ) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগত বেতন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন, ব্যক্তিগত ভাতা, অস্থায়ী ব্যক্তিগত ভাতা এবং অন্যান্য সকল অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাদি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে রহিত করা হইল।

১৪। চিকিৎসাভাতা।—(১) চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধাদি যাহা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছে তাহা যথারীতি বলবৎ থাকিবে এবং সকল কর্মচারী মাসিক ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে চিকিৎসাভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ৬৫ বৎসর উর্ধ্ব অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসাভাতা মাসিক ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা এবং অন্যান্য অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশভোগীগণের ক্ষেত্রে মাসিক চিকিৎসাভাতা ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হইবে।

১৫। বাংলা নববর্ষভাতা।—(১) সকল কর্মচারী আহরিত মূল বেতনের ২০% হারে বাংলা নববর্ষভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাংলা নববর্ষভাতা ১৪২৩ বঙ্গাব্দ হইতে প্রবর্তিত হইবে।

(৩) মাসিক নীট পেনশনগ্রহণকারী অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণও এই ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৪) বাংলা নববর্ষভাতা পাইবার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০১৮.১৪-৭৮ নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণীয় হইবে।

১৬। বাড়ি ভাড়াভাতা।—(১) সকল কর্মচারী চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) এর বিধান মোতাবেক ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে বাড়ি ভাড়াভাতা পাইবেন।

(২) যে সকল কর্মচারী সরকারী বাসস্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাড়ি ভাড়াভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) আপাতত বলবৎ এতদ্‌সংক্রান্ত অন্য কোন বিধি-বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে সকল কর্মচারী সরকারী বাসস্থানে বসবাস করেন, ১ জুলাই ২০১৫ হইতে তাহাদের মূল বেতনের ৫%-৭.৫% হারে বাড়ি ভাড়া কর্তনের বর্তমান বিধানাবলী রহিত করা হইল এবং ১ জুলাই ২০১৫ হইতে ইতোমধ্যে কর্তনকৃত অর্থ সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(৪) যে কর্মচারী সরকারী বিধি অনুযায়ী, ভাড়াবিহীন বাসস্থানে থাকিবার অধিকারী, তাঁহাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানের জন্য কোন বাড়িভাড়া প্রদান করিতে হইবে না, তবে তিনি বাড়ি ভাড়াভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(৫) যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন সরকারী বা স্ব-শাসিত সংস্থা, ব্যাংক, বীমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী হন এবং তাঁহারা একত্রে সরকারী বাসস্থানে বসবাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার নামে বাসস্থান বরাদ্দ রহিয়াছে, তাঁহার বেতন বিল হইতে বাড়ি ভাড়া নির্ধারিত হারে কর্তন করা হইবে এবং তিনি কোন বাড়ি ভাড়াভাতা প্রাপ্য হইবেন না; অপরজন (স্বামী বা স্ত্রী) প্রচলিত বিধান মোতাবেক পূর্ববৎ বাড়ি ভাড়াভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৬) যে সকল কর্মচারীর নিজ নামে অথবা তাঁহার উপর নির্ভরশীল কাহারও নামে এক বা একাধিক বাড়ি রহিয়াছে, তাঁহার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় বাসস্থান বরাদ্দ সম্পর্কে জারিকৃত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(ক) যদি জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক কোন কর্মচারীকে কর্মস্থলে অথবা তৎসন্নিকটস্থ মেস, হোস্টেল, রেস্ট হাউস, ডরমেটরি বা ডাকবাংলোয় একক সীট কিংবা একক কক্ষের বরাদ্দ, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বাসস্থান বরাদ্দ হিসাবে গণ্য হইবে না এবং এই সকল ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাড়ি ভাড়াভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন, তবে, উক্ত একক সীট বা একক কক্ষের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য আর্থিক দায় থাকে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে;

(খ) সরকার কর্তৃক ঘোষিত বা নির্ধারিত কোন Improvised Accommodation; যেমন- গ্যাং, কুঁড়েঘর, গুদামঘর, মালগাড়ির বগি, স্টিমার বা লঞ্চের বার্থে যদি কর্মচারীকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে নির্ধারিত ভাড়া প্রদান করিতে হইবে, তবে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বাড়ি ভাড়াভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্মচারীগণ ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে নিম্ন-সারণিতে উল্লিখিত হারে মাসিক বাড়ি ভাড়াভাতা প্রাপ্য হইবেন, যথা:-

মূল বেতন	মাসিক বাড়ি ভাড়াভাতার হার		
	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এবং সাভার পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ৯৭০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৬০০	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫০০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৫০০
টাকা ৯৭০১ হইতে টাকা ১৬০০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬০% হারে ন্যূনতম টাকা ৬৪০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৪০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৮০০
টাকা ১৬০০১ হইতে টাকা ৩৫৫০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৯৬০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৮০০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৭০০০
টাকা ৩৫৫০১ তদূর্ধ্ব	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ১৯৫০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ১৬০০০	মূল বেতনের ৩৫% হারে ন্যূনতম টাকা ১৩৮০০

১৭। **ভ্রমণভাতা** ।—ভ্রমণভাতার প্রচলিত বিধি-বিধান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, তবে বদলিজনিত মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিলোমিটার পরিবহণের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২ (দুই) টাকা প্রদেয় হইবে এবং প্যাকিং চার্জ বাবদ বিদ্যমান টাকার অংক বলবৎ থাকিবে।

১৮। **উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা** ।— (১) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-অম/ অবি(বাস্ত)-৪/ এফবি-১২/ ৮৬/ ২৯, তারিখ ৩ জুলাই ১৯৮৮ ও সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারিকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলী অনুসারে বার্ষিক উৎসবভাতা এবং Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর বিধান অনুসারে ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রদেয় হইবে; এই ভাতা একবার উত্তোলন করা হইলে পরবর্তীকালে বেতন নির্ধারণ জনিত (Pay Fixation) কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কোন বকেয়া প্রাপ্য হইবেন না।

(২) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং-অম/ অবি/ বিধি-১/ চাঃবি-৩/২০০৪/৯৯, তারিখঃ ১০-০৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৪-৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের নীট পেনশনের সমপরিমাণ হারে বৎসরে দুইটি উৎসবভাতা বলবৎ থাকিবে।

(৩) ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ, ১০০% পেনশন সমর্পণ না করিলে যে পরিমাণ মাসিক নীট পেনশন প্রাপ্য হইতেন উক্ত পরিমাণ, প্রতি অর্থ বৎসরে দুইটি উৎসবভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবেন; মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগীদের নীট পেনশনের হার যে প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি করা হয় অনুরূপভাবে ১০০% পেনশন সমর্পণকারীদের ক্ষেত্রেও শুধু উৎসবভাতা প্রাপ্তির জন্য নীট পেনশনের হার বৃদ্ধি পাইবে, তবে এইক্ষেত্রে ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ কোন বকেয়া প্রাপ্য হইবেন না।

১৯। **শিক্ষা সহায়কভাতা** ।—সকল কর্মচারীর জন্য সন্তান প্রতি মাসিক ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা হারে এবং অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ১০০০ (এক হাজার) টাকা শিক্ষা সহায়কভাতা প্রদেয় হইবে। তবে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই সরকারি কর্মচারী হইলে সন্তান সংখ্যা যে কোন একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করিয়া ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে। শিক্ষা সহায়কভাতা বয়সের সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে ২১ বৎসর পর্যন্ত বয়সী সন্তানেরা প্রাপ্য হইবেন। এই বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০৩০.২০১০-৭৯ নং স্মারক অনুসরণীয় হইবে।

২০। **টিফিনভাতা** ।—জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১১ নং হইতে ২০ নং গ্রেডের কর্মচারীগণ মাসিক ২০০ (দুই শত) টাকা টিফিনভাতা প্রাপ্য হইবেন, তবে যে সকল কর্মচারী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে লাঞ্চভাতা অথবা বিনামূল্যে দুপুরের খাবার পান তাঁহাদের ক্ষেত্রে টিফিনভাতা প্রযোজ্য হইবে না।

২১। **কার্যভারভাতা** ।—চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচলিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে, দায়িত্ব পালনকালে সমহারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর মূল বেতনের ১০% হারে কার্যভারভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং ইহার সর্বোচ্চ সীমা হইবে মাসিক ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা।

২২। **যাতায়াতভাতা** ।—জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১১ নং হইতে ২০ নং গ্রেডের বেসামরিক কর্মচারীর ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মস্থল হইলে তিনি ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে মাসিক ৩০০ (তিন শত) টাকা হারে যাতায়াতভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২৩। **ধোলাইভাতা** ।—যে সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে ধোলাইভাতা প্রযোজ্য, তাঁহারা মাসিক ১০০ (এক শত) টাকা প্রাপ্য হইবেন।

২৪। পাহাড়িভাতা।—পার্বত্য জেলাসমূহের জেলা সদর ও সদর উপজেলায় নিযুক্ত সকল কর্মচারীর জন্য মূল বেতনের ২০% হারে সর্বোচ্চ ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা এবং অন্যান্য উপজেলার জন্য মূল বেতনের ২০% হারে সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পাহাড়িভাতা প্রদেয় হইবে।

২৫। আয়কর।—আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর আইনের বিধান মোতাবেক নিজের বেতন খাতের আয়সহ মোট আয় নিরূপণ ও নিজস্ব আয় হইতে আয়কর পরিশোধপূর্বক যথাসময়ে আয়কর রিটার্ন দাখিল করিবেন।

২৬। বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি।—(১) রাষ্ট্র-মালিকানাধীন সকল ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে ইন্টারনেট (Online) ব্যবহারপূর্বক বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি চালু করিয়া বেতন নির্ধারণের ব্যবস্থা করিবে।

(২) প্রত্যেক কর্মচারী নির্ধারিত ওয়েবসাইটে লগ ইন করিয়া নিজ নিজ বেতন নির্ধারণের (Pay Fixation) জন্য নির্দিষ্ট ছক পূরণ করিবেন।

(৩) লগ ইন করিবার জন্য প্রত্যেক কর্মচারীকে তাঁহার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর এবং জন্মতারিখ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীর জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকিলে, তাহাকে বেতন নির্ধারণের পূর্বে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন করিতে হইবে, একইভাবে, কোন কর্মচারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্ম তারিখ চাকরির রেকর্ডের জন্মতারিখ হইতে ভিন্ন হইলে তাহাকেও বেতন নির্ধারণের পূর্বে চাকরির রেকর্ডে উল্লিখিত জন্মতারিখের ভিত্তিতে আবশ্যিকভাবে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন করিতে হইবে।

(৫) ইন্টারনেট (Online) ব্যবহারপূর্বক বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যবহার নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৬) উপ-অনুচ্ছেদ (১)-(৫) কার্যকরী করিবার পূর্ব পর্যন্ত বেতন নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণীয় হইবে, যথা:—

(ক) স্ব-আহরণকারী (Self-Drawing) কর্মকর্তা এই আদেশের বিধান মোতাবেক জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে বেতন নির্ধারণের (Pay Fixation Statement) বিবরণী পাঠাইবেন, সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস বেতন নির্ধারণের বিবরণীর সঠিকতা যাচাই ও প্রতিপাদন করিয়া সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন;

(খ) বিভাগীয় প্রধান এবং আয়ন ও ব্যয়ন (Drawing and Disbursing) কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণপূর্বক বেতন বিলের সহিত বেতন নির্ধারণী বিবরণী পাঠাইবেন, সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস উক্ত বেতন নির্ধারণের বিবরণীর সঠিকতা যাচাই ও প্রতিপাদন করিয়া সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন।

(গ) সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস চূড়ান্তভাবে প্রতিপাদনকৃত 'বেতন নির্ধারণী বিবরণী'-এর ভিত্তিতে বেতন পরিশোধ করিবে এবং এই প্রক্রিয়ায় কম বা বেশি বেতন পরিশোধ হইয়া থাকিলে তাহা সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(৭) একবার বেতন নির্ধারণ করিবার পর ইন্টারনেট (Online) ব্যবহারপূর্বক বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি চালু হইলে পুনরায় অনলাইনে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে এবং ইহা অব্যাহত থাকিবে।

২৭। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।—চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫-এর কোন বিধানাবলীর বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকিলে জাতীয় বেতনস্কেল আদেশ, ২০১৫ (সরকারি-বেসামরিক) অনুসরণীয় হইবে।

২৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান), অতঃপর উক্ত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আদেশের ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং তৎসম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, অফিস স্মারক ও পরিপত্রসমূহ, এই আদেশের অধীন ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদির সহিত সঙ্গতি সাপেক্ষে, বলবৎ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মাহবুব আহমেদ
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd